অপেক্ষা করো হে ইহুদিরা, তোমাদের ধ্বংসের সময় সন্নিকটে

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবের প্রতি যিনি জায়নবাদীদের দূর্গের উপর নিজ বাহিনী দ্বারা আঘাত হেনেছেন এবং তাদের মনোবল কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন।

রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক মদিনা থেকে ইহুদিদের বিতারিতকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর এবং তার পরিবার পরিজনের উপর ও তার সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের উপর।

যখন দশকের পর দশক ধরে পবিত্র মিরাজ ও প্রথম কিবলার ভূমি ফিলিস্তিনে শুধুই আমাদের ভাই-বোনদের রক্ত ঝরানো হয়েছে, আজ তার বিপরীতে অপারেশন তুফানুল আকসা পুরো উম্মাহর হৃদয়কে শীতল করেছে আলহামদুলিল্লাহ। শত্রুর হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টিকারী মুজাহিদ ভাইদের এই আঘাত সবদিক দিয়েই এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

নিজ প্রযুক্তি নিয়ে দম্ভকারী ক্রুসেডার ও জায়নবাদীদের গৌরব আজ লজ্জায় পরিণত হয়েছে। দিশেহারা হয়ে তারা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। আকসাৎ এই আঘাত তাদের সমস্ত পরিকল্পনাকে উলটপালট করে দিয়েছে। তুফানুল আকসা আমাদের অনুপ্রেরণার জায়গায় স্থান করে নিয়েছে, সকলকে একই কাতারবন্দি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের দিগন্তে এক নতুন প্রভাতের সূচনা ঘটিয়েছে।

আল আকসার প্রতিরক্ষায় প্রথম কাতারে অবস্থানকারী হে ফিলিস্তিনের মুজাহিদ ভাইয়েরা, আজ আপনারা এমন এক অগ্রযাত্রার

সূচনা করেছেন যা শেষ হবে শাহাদাত ও চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্যদিয়ে। এই দীর্ঘ পথে চলতে সবর হবে আপনাদের উত্তম পাথেয়। একমাত্র আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা, প্রতিটি ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং কুফফার জাতির প্রতারণার পূর্ব ইতিহাসকে স্মরণ রাখা আপনাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এছাড়াও এই বাস্তবতা আপনারা জানেন যে, নবী-রাসূলদের হত্যাকারী ইহুদি জাতির প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নিজ কাধে তুলে রেখেছে পুরো পশ্চিমাবিশ্ব। তাই এই তুফানকে রুখে দিতে তারা সম্মিলিত হয়ে সবধরনের প্রচেষ্টা চালাবে। সুতরাং আল্লাহর এই আয়াতটি আপনারা সর্বদাই স্মরণ রাখবেন।

সূরা আল ইমরান (آل عمران), আয়াত: ৩:১৭৩

اَلَّذِیۡنَ قَالَ لَہُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدۡ جَمَعُوۡا لَکُمۡ فَاخۡشَوۡہُمۡ فَزَادَہُمۡ اِیۡمَانًا ٭ۖ وَّقَالُوۡا حَسۡبُنَا اللّٰہُ وَنِعۡمَ الۡوَکِیۡلُ

অর্থঃ যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী ।

পশ্চিমা বিশ্ব সামরিক-বেসামরিক নামকরণ করার মাধ্যমে যুদ্ধের যে মানদণ্ড তৈরি করে রেখেছে সেগুলো প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্যই এতদিন আপনাদেরকে নিজ ভূমি থেকে নিশ্চিহ্ন করতে, আপনাদের শিশুদের উপর বোমা ফেলতে, আপনাদের বাড়িঘরগুলো গুড়িয়ে দিতে সকল শ্রেণির ইহুদিরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই এই তুফান যেন

তাদের সকলকেই গ্রাস করে। অবশ্যই স্মরণ রাখবেন বনু কুরাইজার ঘটনা এবং সাদ বিন মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক গৃহীত ফয়সালার কথা।

হে মুসলিম উম্মাহ! আপনাদের ভাইদের পাশাপাশি আজ আপনারাও এক বিরাট পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল আকসা কে রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের দায়িত্ব নয় বরং এটা পুরো উম্মাহর দায়িত্ব। তাই এই যুদ্ধে আপনাদেরকে নিজ ভাইদের পাশে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। এই করুন পরিস্থিতিতে কোন অজুহাত তুলে ধরে কারোরই আজ এই যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

ফিলিস্তিনের বাহির থেকে যদি আপনারা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে দূর্বল করার মত কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন তবে আপনাদের ভাইদের জন্য এই পরিস্থিতি আরোও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সকলেই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন। ফিলিস্তিনি ভাইদের প্রত্যেকটা প্রয়োজন পূরণের সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। ফিলিস্তিনের সীমান্ত ঘেষে ইসলামিক লেবাসধারী যে সকল শক্তি ইসরাইলের সীমান্তকে পাহারা দিচ্ছে, তাদের উপযুক্ত পাওনা মিটিয়ে দিন। যেসকল মুরতাদ গোষ্ঠী গোপনে/প্রকাশ্যে ইসরাইলকে নিরাপত্তা দিচ্ছে তাদেরকে এই উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করুন। যেন তারা আর ইহুদিদের নিরাপত্তা দেওয়ার সাহস না দেখায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থানকারী হে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের উত্তরসূরিরা, ফিলিস্তিনের সাথে আপনাদের রয়েছে এক গভীর সম্পর্ক। তাদের এবং আপনাদের শত্রু এক ও অভিন্ন। আগ্রাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এরা সকলেই

একে-অপরের সাহায্যকারী। এছাড়াও রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদিসটি আপনাদের মাঝে এক গভীর বন্ধন তৈরি করে দিয়েছে।

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام

“অর্থঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম ছাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মতের দুটি দল, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন। একদল যারা হিন্দুস্থানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইব্ন মারিয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে থাকবে”। (সুনানে আন-নাসায়ী- ৩১৭৫)

তাই আপনাদের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনি মুজাহিদ ভাইদের সাহায্যে যা কিছু করা সম্ভব, তার সবকিছুই আপনাদের করতে হবে । এই অঞ্চল থেকে যে বা যারাই ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য ভূমিকা পালন করছে বা করবে তাদের সকলের স্বার্থেই আপনাদেরকে আঘাত হানতে হবে। ভারতের কসাই মোদি এখানে যেসকল ইহুদিদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে, এরাও এতদিন ফিলিস্তিনে ইসরাইলের আগ্রাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

তাই আপনারা অবশ্যই এদেরকে নিজেদের নিশানার বাহিরে রাখবেন না। পুরো ভারতবর্ষকে এদের জন্য অনিরাপদ করে তুলুন এবং যারা এদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করবে তাদের কেও মুজাহিদদের তরবারীর স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দিন। অবশ্যই স্মরণ রাখবেন, উপমহাদেশ থেকে ইসলামকে

নিশ্চিহ্ন করা এবং পুনরায় ইসলামের জাগরণ কে কোণঠাসা করে রাখতে যে সকল ফিতনা এই পর্যন্ত আপনাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে সেগুলোতে আড়াল থেকে এই ইহুদিরাই মদদ দিয়েছে এতদিন ।

পরিশেষে আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আল আকসার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করেন। তাদেরকে সবর করার তৌফিক দান করেন। তাদের হাত দিয়ে ইহুদিদের শাস্তি প্রদান করেন। হকের উপর প্রতিষ্ঠিত কালেমার পতাকাকে বিজয়ী করেন। সকল মুজাহিদদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাজ্জালের বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণের তৌফিক দান করেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

অক্টোবর ২০২৩ | সাহাম আল-হিন্দ মিডিয়া

জামা'আতুল মুজাহিদীন